দ্বিতীয় প্রবাস - ১৬

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

দেরী করে শোবার কারণে গতরাতেও ভালো ঘুম হয়নি, তবু খুব ভোরেই ঘুম ভেংগে গেলো। 'আজ অনেক কাজ করতে হবে' সম্ভবতঃ এ ভাবনা থেকেই অবচেতন মন দেহ ঘড়ির এলার্ম বাজিয়ে দিয়েছে। আজকের সকালটি গতকালের সকালটির চেয়েও বেশ অন্ধকার। মুষলধারার বৃষ্টি সে আঁধারকে আরো যেন তীব্রতা দিয়েছে। বৃষ্টির ফোটার আঘাতে মঞ্জুভাবীর কিচেন গার্ডেনের রেলিং এ লতানো উচ্ছে ডগার কচি পাতারা ছন্দায়িত ভাবে দুলছিল। চা খেতে খেতে কচি পাতার সে নাচন দেখছিলাম আর সেই সাথে ভাবছিলাম আজ বাইরে না গিয়ে বাসায় বসে বর্ষার গান শুনলে বেশ হতো। কিন্তু সেতো আর হবার নয়, আজকে আমার বাইরে বেরুনোটা খুবই দরকার। দু'একদিনের মধ্যে অফিসিয়াল কাজ কর্ম গুলো শেষ করতে না পারলে সমূহ ঝামেলা। টেলিভিশনে ওয়েদার চ্যানেল খুলে অবশ্য একটু আস্বস্ত হওয়া গেল। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী সকাল দশটার পর থেকে আকাশ ধীরে ধীরে পরিস্কার হতে শুরু করবে।

আকাশ পরিস্কার হবার আশা আর অপেক্ষায় বসে বসে টেলিভিশনের বাংলা চ্যানেলে দেশের খবর দেখতে মন দিলাম। খবরে যথারীতি দুসংবাদের ছড়াছড়ি। বি এন পি - জামাতের রক্তলোলুপ সরকার তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে ফুলবাড়ীর নিঃস্ব মানুষের খুনে আবার বাংলাদেশের মাটি রাংগিয়েছে। কানসাটের পর ফুলবাড়ী; কি দুর্ভাগা এ বাংলাদেশ ! দুই সন্তানের জননী হয়েও এ দেশের প্রধানমন্ত্রী কি করে হাসতে হাসতে অবলীলাক্রমে একের পর এত মায়ের বুক শুন্য করে দিচ্ছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। আমি ন্যাচারাল জাস্টিসে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি 'আল্লাহ কি ইয়ে দুনিয়া মে দের হ্যায়, আন্ধের নেহী' - আল্লাহর দুনিয়ায় বিচারে দেরী হতে পারে, কিন্তু বিচার হবেই হবে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মহাপরাক্রমশালী ইন্দিরা গান্ধী কিংবা তার দু'ছেলের কারোরই কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। মানুষের আদালতে তাদের বিচার হয়নি; তবে আল্লাহর আদালত কিন্তু তাদেরকে ছাড়েনি।

রেডিও টেলিভিশনের আবহাওয়া বার্তা অধিকাংশ সময়েই সঠিক হয় না; কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে হবে। সাড়ে ন'টার দিকে বৃষ্টি ধরে আসলো। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। দশটায় মাহমুদ হাসানের সাথে RUTGERS University এর Newark campus এ Business School এর Dean Prof Rosa Oppenheimer এবং Marketing এর Head of School Prof. Chan Choi এর সাথে দেখা করতে গেলাম। Rosa জার্মান বংশোদ্ভুদ ইহুদী; তার স্বামীও একই

University র অন্য একটি স্কুলের ডীন। শুনলাম দুজনেই তাদের সহকর্মীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। Chan Choi কোরীয় বংশোদ্ভুদ, অনেক বছর ধরে আমেরিকাতে আছেন।

দু'জনেই আমাকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানালেন। Rosa Oppenheimer কথাবার্তায় খুবই চৌকষ, তাকে আমার খুবই ভালো লাগলো। তাকে শেরিফের বিয়েতে আসার জন্য নিমন্ত্রন জানালে তিনি খুবই খুশী হলেন। মুসলিম বিবাহ তিনি আগে কখনো দেখেন নি, এবং অন্য কোন appointment না থাকলে বিয়েতে আসতে চেষ্টা করবেন বলে জানালেন। এদের দু'জনের সাথে দেখা করার পর Newark campus এর Business School ঘুরে ঘুরে দেখলাম। Downtown Newark এ অবস্থিত এই campus টি দেখতে মোটেই সুন্দর নয় এবং বলা যায় বেশ ঘিঞ্জি। Newark campus দেখে আমি মোটেও খূশি হতে পারলাম না। বেশীর ভাগ আফ্রিকান আমেরিকান অধ্যুষিত এই এলাকাটি নাকি খুব একটা নিরাপদ ও নয় বলে জানা গেল। প্রথমে এই ক্যাম্পাসে অবস্থিত Lerner Center নামে একটি গবেষনা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে আমার গবেষনা করার কথা ছিল। কিন্তু পরে সে ব্যবস্থা বদলে New Brunswick এ অবস্থিত RUTGERS University র Livingston campus এ আমার বসার ব্যবস্থা করা হয়। গবেষনা করা ছাড়াও যে কোর্সটি আমার পড়ানোর কথা, সেটাও এই ক্যাম্পাসেই পড়াতে হবে। এছাড়া আমাদের বসবাসের জন্য যে aparatment টি নেওয়া হয়েছে সেটাও এই ক্যম্পাসের কাছে অবস্থিত। আরো জানা গেল যে এই campus টি ভারী সুন্দর। পরদিন ভোরে Livingston campus এ পৌঁছেই জায়গাটিকে ভালো লেগে গেল। ম্যাপল, পাইন এবং আরো বিভিন্ন গাছ-গাছালী পরিবেষ্টিত এই campus টি সত্যিই নয়নাভিরাম। New Brunswick এর RUTGERS University চারটি ক্যাম্পাস - Cook/Douglas, Busch, College Avenue এবং Livingston - নিয়ে গঠিত। এই ক্যাম্পাসগুলো বিষয় ভিত্তিক

- যেমন Busch ক্যাম্পাসে medical এবং biological sciences পড়ানো হয়; তেমনি Livingston campus নির্ধারিত Business ও Commerce জাতীয় বিষয় পড়ানোর জন্য।

ক্যাম্পাসে পৌঁছেই আমার প্রথম কাজ হলো Rutgers এর পরিচয়পত্র, অর্থাৎ identity card সংগ্রহ করা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এ কাজটা খুব সহজ হলনা। যাই হোক, কাজটা হলেও কাজটি করার অভিজ্ঞতা আমাকে বেশ জোর একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। এখানে আমার স্বল্পকালীন অবস্থান কতটা আনন্দদায়ক হবে সে ব্যাপারে আমি বেশ সন্দিহান হয়ে গেলাম। কিন্তু এখন তো আর কিছু করার উপায় নেই। সেই যে বলে না 'পরেছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে' - আমার অবস্থা অনেকটা তেমন। যাই হোক অফিসিয়াল ঝামেলা মিটেছে সেটাই বড় কথা। বিকেলের দিকে আমাকে Livingston campus এর Levin Building এ আমার নতুন অফিস

কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। তবে আমাকে বলা হোল যে কামরাটি অন্য কারো সাথে শেয়ার করতে হতে পারে; কেন না এই ক্যাম্পাসে অফিস কামরার খুব অভাব। অবশ্য আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে, Rutgers এ আমার স্বল্পকালীন অবস্থান কালীন সময়ে আমার অফিস কামরা কারো সাথে শেয়ার করতে হয় নি।

তিরিশে আগস্ট ভোর বেলায় আমাদের নুতন বাসায় বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদির সংযোগ দেওয়া হল; আর সেই দিনই বিকেল বেলায় আমরা বাসায় উঠে এলাম। আসার সময় মঞ্জুভাবি গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রায় আশী ভাগই তাদের সংগ্রহ থেকে দিয়ে দিলেন। বাকি বিশ ভাগ জিনিসপত্র আমাদের নিজেদের কেনা। স্বল্পসময়ের এই প্রবাসী জীবনে গাড়ী কিনবোনা আগেই ঠিক করেছিলাম; তবে যাতায়তের সমস্যার কথা ভেবে আসলেই বেশ চিন্তিতই ছিলাম। কিন্তু বাসায় এসে সে চিন্তা দূর হলো। New Brunswick এর RUTGERS University র চারটি ক্যম্পাসেই ইউনিভার্সিটির নিজস্ব বাস সার্ভিস আছে। এই বাস গুলোতে কোন ভাড়া লাগে না। সোম থেকে শুক্রবার - এই পাঁচ দিন বাসগুলো আট থেকে দশ মিনিট অন্তর অন্তর চলাচল করে বিভিন্ন ক্যম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের আনা নেওয়া করে এবং তাদেরকে New Jersey Transit পরিচালিত আন্তঃনগর চলাচলকারী ট্রেন স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেয়। শনি রবিবার ও এই বাস সার্ভিস চলাচল করে, তবে দিনের বেলায় বিশ মিনিট অন্তর এবং রাতে চল্লিশ মিনিট পরপর। কাজেই যানবাহন নিয়ে ততটা দুশ্চিন্তা আর থাকলো না।

আমাদের apartment টাও আমাদের খুব ভালো লাগলো। বাড়ীর সামনে পেছনে অজস্র গাছ-গাছালীর মেলা। সারাদিন হরিণ, র‍্যাকুন, কাঠবেড়ালী এবং অন্যান্য ছোট তৃনভোজী জীবজন্তু বাসার আশেপাশে নির্ভয়ে এবং আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। এরা জানে এই Treetops apartment এর বাসিন্দারা তাদের বন্ধু; কাজেই এই মানুষদের দ্বারা এদের কোন ক্ষতি হবেনা। Fall আসি আসি করছে; বসার ঘরে বসে বাতাসের সরসর শব্দে তার আগমনী সংগীত যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

নতুন জায়গা, খুব সহজে কি আর ঘুম আসে? আমার apartment এর এক চিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকালাম। সকালের মেঘ কেটে গিয়েছে; শুক্লপক্ষের তারাজ্বলা পরিষ্কার আকাশ যেন ম্লান জোছনার চাদরে আবৃত হয়ে ঝিম ধরে বসে আছে। হঠাৎ করেই আমার মায়ের কথা মনে হলো। মাত্র তিন সপ্তাহ আগে আলোময় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া আমার মা কি ঐ আকাশেরই কোন কোণে লুকিয়ে আছেন? তিনি কি তার এই স্বার্থপর সন্তানটিকে দেখতে পাচ্ছেন?

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)

পাদটীকা:

সুধী পাঠক,

আমাদের লেখক ড: মো: আ: রাজ্জাক বর্তমানে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমেরিকাতে অবস্থান করছেন। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরের গোড়াতেই তিনি সিডনীতে ফিরবেন, নিজের কর্মস্থল নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটিতে আবার শুরু হবে তাঁর ব্যস্ততম জীবন। সিডনীতে একই নামে কয়েকজন বাংলাভাষী ব্যক্তি থাকাতে তাৎক্ষনিক পরিচিতির জন্যে স্বভাবজাত পদ্ধতীতে বাংলাদেশীরা একেকজনকে একেক নামে আখ্যায়িত করেছেন এখানে, যেমন 'ভালো রাজ্জাক', 'ক্যাডেট রাজ্জাক' ও 'দুষ্টু রাজ্জাক'। আমাদের ড: রাজ্জাককে সিডনীর আপামর জনসাধারন 'ভালো রাজ্জাক' হিসেবেই জানেন। তিনি একজন জ্ঞানী শিক্ষক হিসেবে নয় শুধু, একজন যোগ্য পিতা হিসেবেও বাস্তব জীবনে তা প্রমান করেছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, আচরন ও নিজ নিজ পেশায় প্রতিষ্ঠিত দুটি সন্তানের জনক তিনি। বড় মেয়ে সনিয়া স্বামী সংসার নিয়ে দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসী। সনিয়া (৩৬) এন. এস. ডব্লিউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োলোজিকেল সায়েন্স এ উচ্চতর শিক্ষা সমাপন শেষে এখন একজন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেন আমেরিকার বিখ্যাত ডাও ক্যামিকেল কোম্পানীতে। একমাত্র ছেলে শেরীফ তারিক রাজ্জাক (৩০) একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে শীর্ষতম শিক্ষা শেষে সিডনীতে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেছিল। শেরীফ বর্তমানে ব্রিলিয়ান্ট নামে একটি ফিনানসিয়াল কন্সালটেন্ট কোম্পানীতে চাকুরী করছে। গত ২৮ অক্টোবর শনিবার ড: রাজ্জাকের একমাত্র ছেলে শেরীফের বিয়ে হলো আমেরিকাতে। পুত্রবধূ গুজরাট বংশদ্ভুত একজন এ্যামেরিকান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত ও সুন্দরী নববধূ একজন সেলস এক্সিকিউটিভ হিসেবে আমেরিকার এ্যালেগ্রা ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানিতে চাকুরী করছে। ড: রাজ্জাক তার মূল কর্মস্থল এন. এস. ডব্লিউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত অবকাশ সময়টিকে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় ব্যায় করার একটি বিশেষ কারন ছিল তার ছেলের বিয়ে। অর্থাৎ স্বপরিবারে উপস্থিত থেকে ছেলের বিয়ের সুযোগে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠায় ছড়ানো-ছিটানো তার সকল আত্মিয় স্বজনদের সাথে পুন:মিলিত হওয়া। অত্যান্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে সেদিন তার একমাত্র ছেলের বিয়ে হলো, দলবেঁধে হৈ-হল্লুড করে দীর্ঘদিন পর প্রবাসে উদযাপিত হলো 'আত্মিয় মহাসম্মেলন'।

কর্ণফুলী সম্পাদক